দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ০৪ MAY 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে গড়িমসি!

■ নিজামুল হক

২০১০ সালের ডিসেম্বরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। ওই সময় ৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৩টি-র নিজস্ব ক্যাম্পাসই ছিল না। পরে অনেকে জমি কিনে ক্যাম্পাস স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু এরপর প্রায় চার বছর হাতে চললেও এখনও স্থায়ী ক্যাম্পাসে যায়নি অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়। এ ব্যাপারে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আগ্রহই নেই বলে অভিযোগ উঠেছে।

সর্বশেষ চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে মন্ত্রণালয়। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এ সময়ের মধ্যে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পারবে না। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় জমি কিনেই দায়িত্ব শেষ করেছে। সেখানে ভবন নির্মাণ বা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কার্যত কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ইত্তেফাককে জানান, আমার কাছে তথ্য রয়েছে ইতিমধ্যে ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে গিয়েছে। আরো কিছু বিশ্ববিদ্যালয় অচিরেই যাবে। এরপরও যারা স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারবে না তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোনভাবেই ছাড় দেয়ার সুযোগ নেই। প্রসঙ্গত, বর্তমানে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৮৩টি।

তবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-ইউজিসির সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হবার পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে

২০ পৃষ্ঠার পর

পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পেরেছে। ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণাধীন, ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসের জন্য জমি কিনেছে কিন্তু অবকাঠামো নির্মাণ শুরু করেনি। ৫টি প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে নয়, ফাউন্ডেশনের নামে কেনা জমিতে নির্মিত অবকাঠামোতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ জমি ক্রয় করেনি। বাকি তিনটির মধ্যে দুটি আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাস তৈরি করলেও সেখানে আংশিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় মূলত রাজধানীতেই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। একটি বা দুটি সেমিস্টার শুধু স্থায়ী ক্যাম্পাসে পরিচালনা করছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুযায়ী, অস্থায়ীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ৭ বছরের মধ্যে সরকার নির্ধারিত জমিতে স্থায়ীভাবে ক্যাম্পাস পরিচালনা করে সনদ গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সনদ গ্রহণ না করলে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক অনুমতিপত্র বাতিল করে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করবে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় প্রতিটিরই বয়স ৭ বছর অতিক্রম করেছে। সে কারণে সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুযায়ী আইন না মানা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ ঘোষণা করতে পারে। কারণ এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার সময় দিয়েছে সরকার।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীর ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা হয় ২০০২ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়টি আশুলিয়ায় নিজস্ব ক্যাম্পাসও তৈরি করেছে। কিন্তু সেখানে এখনো পুরোপুরি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে না। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার অনুমোদিত তিনটি ক্যাম্পাস রয়েছে। কিন্তু তারা অন্যের মালিকানাধীন প্রিন্স প্লাজা শপিং সেন্টারে অনুমোদনহীন আরো একটি ক্যাম্পাস স্থাপন করেছে। শুধু তাই নয়, ভবন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও ক্যাম্পাস সরিয়ে না নেয়া, বকেয়া ভাড়া ৩ কোটি ১৬ লাখ টাকা পরিশোধ না করা এবং ওই টাকার বিপরীতে দেয়া চেক ব্যাংকে ডিজঅনার হওয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

নর্দান ইউনিভার্সিটির বনানী ও ধানমন্ডিতে মোট ২টি ক্যাম্পাস অনুমোদিত। এছাড়া চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত কাওরান বাজার এবং মিরপুর রোডে অস্থায়ীভাবে আরো দুটি শাখার অনুমোদন দেয়া আছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি কেন এখনও স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-পরিচালক শেখ মাহবুব জানান, হাজী ক্যাম্পের কাছে জমি কিনে আমরা কাজ শুরু করেছি। আশা করছি, অচিরেই নিজেদের ক্যাম্পাসে যেতে পারবো।

অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, তারা উত্তরায় জমি কিনেছে, কাজও শুরু করেছে। প্রাইম ইউনিভার্সিটি মিরপুরে অস্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সচিব প্রফেসর ড. আবুল হোসেন সিকদার জানিয়েছেন, তারা স্থায়ী ক্যাম্পাসের কাজ অনেক আগেই শুরু করেছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা যাবে বলে তিনি জানান।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি নিজস্ব ক্যাম্পাস তৈরি করলেও এখনও সেখানে পুরোপুরি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি। এছাড়া ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটিসহ আরো কিছু বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নিচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।